সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক (Ph.D, Litt.D, KNIGHT) 1959 সালে বাংলাদেশের পাবনায় একটি সাংস্কৃতিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৯ বছর বয়স থেকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে শিশুশিল্পী হিসাবে যুক্ত হন। তিনি একাধারে সাংস্কৃতিক সংগঠক, নাট্যকার, কবি, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, আবৃত্তিকার, নাট্য পরিচালক এবং সংস্কৃতি-সম্পর্কিত একাডেমিক উপস্থাপক। তিনি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বহু পুরস্কারে ভুষিত।
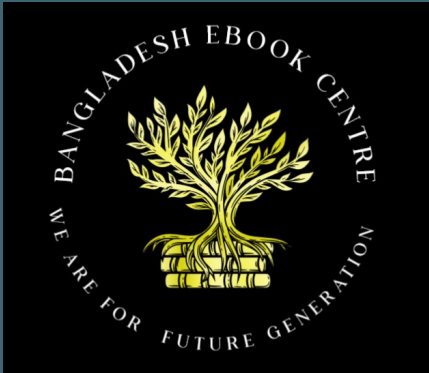
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

হে আমার জনতা

সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

লেখকঃ সুলতান মুহ্ম্মদ রাজ্জাক

ফরমেট এবং অলংকরণঃ এস এম. নাবিল

বাংলাদেশ ই বুক সেন্টার থেকে প্রকাশিত।

প্রকাশ কালঃ জুলাই ২০২৪

মূল্যঃ ১০০ টাকা
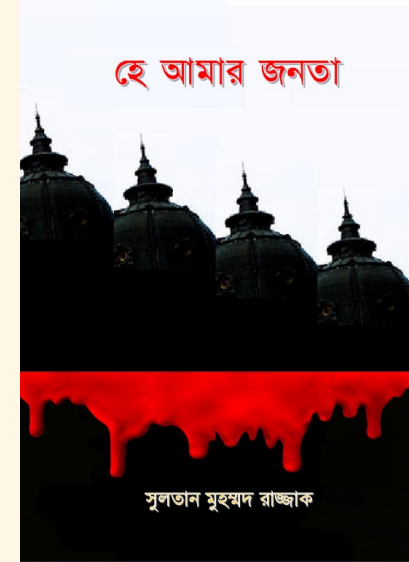
সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
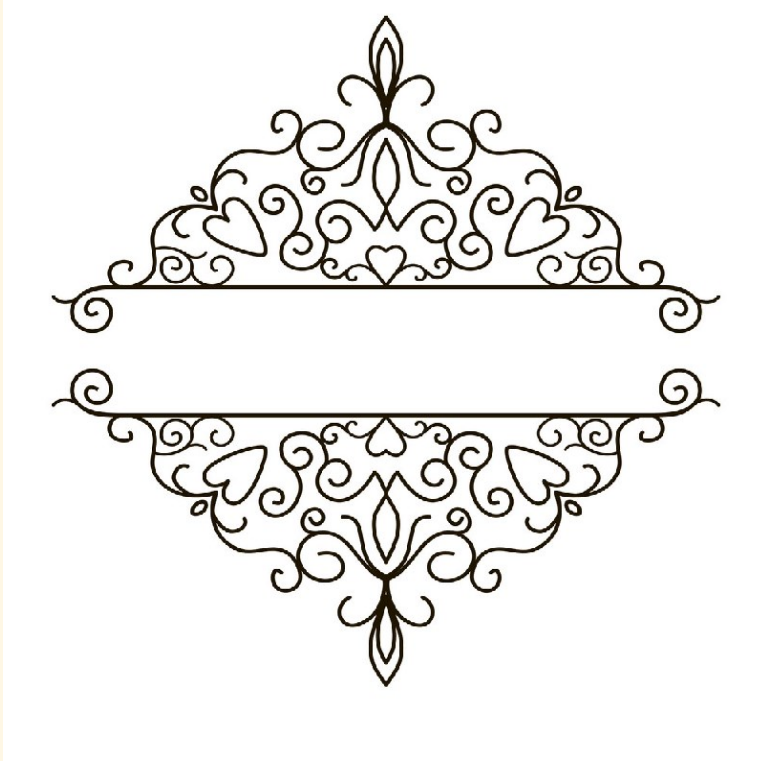
আমি গভীর দুঃখের সাথে স্মরণ করি
সেই সব নারী পুরুষ ও শিশুদের;
যারা আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যুদ্ধ, হত্যা, দাসত্ব,
নির্যাতন ও কুসংস্কারের শিকার।

প্রস্তাবনা

১

যদিও সেই রাতের আকাশ ছিল পূর্ণিমার চাঁদ
তবুও, পৃথিবী যেন ছিল অন্ধকার
দিগন্ত মিশে ছিল গাঢ় রাতে,
এমন অন্ধকার আমি দেখিনি আগে!

২

আমার চোখ ছিল বন্ধ ,
শরীরে চাঁদনী করছিল খেলা -
জানালায় বয়ে আসা
ভালোই লাগছিলো মৃদু বাতাস
প্রিয় জোসনার সাথে
বিছানায় শুয়েছিলাম আমি
প্রিয় জোসনায়-

বুনো ফুলেরা, হাজারো রাতের রাণী
ছড়ায় সুবাস...
নির্জনে হাজারো কলতান
প্রেমের গান গায় রাতের পাখি, পশু, পোকামাকড়,
প্রেয়সীরে শিস দেয় কেউ কাছে থেকে...
বলে যেন-দেখো আমি কত সুন্দর...
দেখো আমি-
তোমার অনন্ত কৈশোর!

৩

আমি যেন ছিলাম এক স্বপ্নে-
ঘাসের উপর শুয়ে-
বাইরের উঠানে আমাদের সেই গ্রামের বাড়ীতে -
যেখানে জন্মছি আমি লতার মত
কেবলি ফুটেছে দুই একটা বুনোফুল।

বেশি দূরের ছিল নয় সেই সব স্মৃতি ...

যেখানে আমার পূর্বপুরুষেরা কবরখানায়
সারি বেধে ঘুমিয়ে অতলে

আমি যেন অন্ধকারে আঁটসাঁট বুনো পথ ধরে
চলছি এই কাল থেকে অতীতের দিনে...
ঘন রাতের বেলায়
জোনাকীরা হল্লা করে করে
আমার গায়ে লুটেলুটে পড়ে

৪

আমি কেন ভাবছিলাম বুদ্ধের ২৮তম পুনর্জন্মের কথা ,
যিনি দেখেছিলেন তার অতীত জীবন ।

কেন যেন শেষাংশ নিয়ে ভাবছিলাম,
কুরুক্ষেত্রের মহাকাব্যিক যুদ্ধ,
আর ভাবছিলাম,
গিলগামেশ এবং এনকিডুর সেই গল্প
দেবতা এবং মানুষের
জীবনের কাছে হেরে যাওয়ার গল্প-

সেই বই পড়েছিল মাথার কাছে
জোসনার আগুন লেগেছে সেথায়
আর আমি ছিলাম
অন্ধকার বুনোপথে
জোনাকীদের সাথে...

৫

বুঝিনা কে আমি এখানে-
গিলগামেশ না এনকিডু?
আমি কোন চরিত্রে
এই মাটির উপরে অভিনয় করি!

বুরুজ থেকে রাজা

১

কোথায় তোমরা, নিষ্পাপ বন্ধুরা?
আলোকিত আত্মারা
মহান আত্মারা
পরবর্তী জীবনে সম্ভাব্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা-

ঈশ্বর পবিত্র গ্রন্থসমুহে যেভাবে

ঘোষণা করেছেন।

২

আমি দেখেছি তোমাদের একটি বড় সারিবদ্ধ লাইনে
বেঁধে রাখা হয়েছিল গলায় শিকল দিয়ে -
প্রাণীদের মত
আর তোমাদের করা হচ্ছিলো চাবুকপেটা,
তারাও ছিল
তোমাদের মতই একই রকমের মানুষ
কিন্তু তোমাদের সাথে তাদের আচরণ ছিল
পাষন্ড রাখালের মত,
আর তোমরা ছিলে বোধহীন ছাগল ও ভেড়ার মত!

৩

আমি তোমাদের দেখেছি
যুদ্ধক্ষেত্রে-
গুলিতে ছিন্নভিন্ন দেহ
অথবা তরবারীর আঘাতে
তোমার দেহের পবিত্র রক্ত
কিভাবে আমার বেদীর ধাপ বেয়ে বেয়ে
নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে...

৪

আমি তোমাদের দেখেছি যুদ্ধের মাঠে
আমার সুপ্রিয় যোদ্ধা হিসাবে-
মৃত-বীর বিক্রমে লড়াই করতে করতে
এখন শহীদ-
ছিন্নভিন্ন পোড়া ও বিকৃত
শকুনের উৎসবের খাবার-

তোমরাও ছিলে মানুষ
বীরযোদ্ধা
আমার মত
আমার সন্তানদের মত
আমার বাবার মত

৫

আমি তোমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে
অনুভব করি ওহ আমার প্রিয় জনতা
পৃথিবী তোমার শরীর-
আর
চাঁদ ও তারার মতো
আশা এবং স্বপ্ন নিয়ে
জীবন এবং ভালবাসা শুঁকতে শুঁকতে ...
যুদ্ধ করতে করতে
মাটিতে মিশতে মিশতে-
কেমন করে
প্রাণহীন হয়ে গেলে-

নির্লজ্জ পৃথিবী তোমাদের
মনে রাখলো না...

৬
দেখ, হে আমার প্রিয় সহকর্মীরা,
আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি স্মৃতিসৌধ
নীল আকাশ আর তারা ছুঁয়ে দেখার মতো বিশাল
দেখো, আমি তোমার জন্য কাঁদছি
আমি কালো পোশাক পরে আছি-
এসেছি তোমাদের সামনে-
আজ

আমার জন্যে তোমরা নিহত হয়েছ
অথবা
আমি তোমাদের হত্যা করেছি...

৭
আমি ফুলের মালা এনেছি দেখ-
মৃত্যুর ওপার থেকে যদি দেখা যায়-দেখ,

শুধু আমার ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য,
ওহ প্রিয় জনতা,
হাজারো ফুলের পাপড়ি বলি দিয়েছি
শুধুমাত্র তোমাদের নিবেদিত আত্মার প্রশংসা করার
জন্য
লিখেছি
হাজার হাজার গান আর লিখাছি
আর তোমাদের জন্য কবিতা

যা আমি পাঠ করি
ঢোল আর বাদ্যের তালে তালে...
সুর লয় যাতে ব্যহত নাহয়
আবেগের কারণে
কারণ তোমাদের জন্য
আমার শোকের মাতম

৮

এবং আমি স্মরণ করি
যা মহাগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে
তোমাদের কথা
তোমাদের জন্য আছে বিনোদনের বাগান
পুরস্কার
সুন্দরীসঙ্গী
নানান পানীয়ের নহর!

আকাশে ফুটবে রঙ্গীন তারা
পূর্ণিমার রাত আর
সেরা সুন্দরীরা
তোমার জন্য গাইবে গান ...
তোমাকে ঘিরে-

******

আর আমি এখানে মাটির পৃথিবীতে
রক্ত পান করবো গেলাসে গেলাস!

৯

আমার দিকে তাকাও -
আমাকে দেখ -
হে আমার শোকাহত প্রিয় জনতা,

তোমাদের ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে
আমার বাঁশিতে ধুন তুলেছি যখন...
তখন রোম আগুনে জ্বলছিল-
দাউ দাউ করে

আমি ডাকাতি করেছি,
খুন, জখম, লুট করেছি
ধ্বংস করেছি সেই আদিকাল
যা তোমাদের ইতিহাসে নেই
তারপর
মেসোপটেমিয়া, ব্যাবিলন,
সকল সভ্যতা...

আমি শপথ করে বলছি হে প্রিয় জনতা
যা করেছি
শুধু তোমাদের জন্য ..

১০

আমার প্রিয়,
বাণিজ্য, ছাড়া কিছু নেই
রাজনীতি, ধর্ম, সমাজ
তোমাদের উচ্চারিত অনেক শব্দ
শুধু-বাণিজ্য...
তুমি কি পর্যবেক্ষণ করোনি?

জানো-
কতবার আমাকে বোমা রাখতে হয়েছে
ফুলের তোড়া ভিতরে?
অথবা বিষ তুলে দিতে হয়েছে
তোমাদের মুখে- আমার পরম বিশ্বাসী নিয়ে হাসিমুখে-
অথবা দূর থেকে তীর ছুঁড়েছি তোমার পিঠে
অথচ তুমি আমার হয়েই
আমার শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছিলে!

আমাকে সাবধান হতে হয়
আগামী দিনগুলোর জন্য-!

১১

কথার কৌশলকে
তোমরা কেন বল মিথ্যা
হে জনতা?
কথার কৌশলী হতে হয়
বন্ধু, ভ্রাতা এমনকি স্ত্রী
হ্যাঁ সন্তানদের কাছেও-

তুমি কি জানো না যে-
প্রেমও পারিবিক অথবা ব্যক্তিগত রাজনীতি!

কুশলী মালী না হলে
আপন বাগানেও ফুল ফোটেনা!

১২

হ্যাঁ, আমাকে সব সময়
কৌশলে বলতে হয়-

মানুষের কল্যাণে,
আমি তোমাদের জন্য বাঁশি বাজাই-
আমি তোমাদের ফুল দেই-
আমি তোমার জন্য গান করি-
আমি তোমার জন্য আবৃত্তি করি-

প্রয়োজনে আমি তোমার জন্য যুদ্ধ করব-
প্রয়োজনে আমি তোমার জন্য
অনেককিছু ধবংস করবো
প্রয়োজনে আমি তোমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেবো
যুদ্ধ করতে করতে মরে যাবো-
হে আমার প্রিয় মানুষেরা...

১৩

আমি তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি
আমি জন্মেছি তোমাদের জন্য
হে আমার প্রিয় মানুষ...
প্রিয় জনতা...
আমি জানি
আমার এই কৌশলী কথার কারণে
তোমরা মানব ঢাল হয়ে
আমাকে রক্ষা করবে-

১৪

আমার লালিত ইচ্ছা...
হে আমার নাগরিক,
আমি তোমাকে রক্ষা করতে চাই
খরা, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ থেকে...
রোগ.. অসুখ
যুদ্ধ এবং এমন কি মৃত্যু থেকে...
তোমরা আমার পাশে থেকো...

১৫

আমি তোমাদের স্বপ্ন দেখাই
আমার জন্য

আমি তোমাদের দিতে চাই
স্বর্গের মতো শহর
আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে চাই
সবচেয়ে ভাগ্যবান জীবন
অতুলনীয় আনন্দের মুহূর্ত আর দিন
সম্পদ.. সোনা.. মণিমানিক্য
উৎকৃষ্ট পানীয়
এবং চিরন্তন যৌবন শক্তি...
আর অপূর্ব সুন্দরী সহচর!
দেখ-
তোমাদের জন্য ভাবনায়-
আমার ঘুম নেই...

১৬

আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের
অন্যদের সম্পদ
ছিনিয়ে নেব
শত্রুদের নারীদের বানিয়ে দেবো
তোমাদের সেবাদাসী-
আমি ধূলিসাৎ করবো অন্য জনপদ
তাদের পুরুষেরা হবে তোমাদের দাস

এ পৃথিবী
শুধু তোমাদের
হে আমার প্রিয় জনতা
আর আমি তোমাদের নেতা!

১৭

শুধু মনে রেখ ...
যোদ্ধার কোন বন্ধু নাই-
যোদ্ধার কোন ভাই নাই
যোদ্ধার কোন বোন নাই
যোদ্ধার মা নাই
যোদ্ধার পিতা নাই
যোদ্ধা শুধু তার নেতাকে ভালোবাসে!

১৮

তোমাদের পৃথিবী আমাকে ঘিরে থাকুক
তোমাদের চিন্তায় প্রভাবিত হোক আমার চিন্তা
তোমাদের ভালবাসা আমাকে ঘিরে থাকুক
নিঃশর্তভাবে তোমরা আমার চারপাশে রবে...

১৯

এবং তোমরা দেখো,
আমি পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করেছি
দর্শনের জগৎ বিভক্ত
প্রথম এবং তৃতীয়তে
এবং
দ্বিতীয়টি অদৃশ্য-
আমার রাজনীতি আর বাণিজ্যনীতির দুনিয়া...

২০
তুমি এটি তুলনা করতে পারো
এক অদৃশ্য দেয়াল,
জাতি, বর্ণ, ধর্মের এবং অর্থনীতির মধ্যে।

অর্থনীতিতে একটি পার্থক্য তৈরি করে রাখা
সমাজ এবং ধর্মে বিদ্বেষ তৈরি করে রাখা।
এ বিদ্বেষ আর পার্থক্য
বজায় রাখাও কত কৌশল
যা তোমরা জানোনা

তোমাদের অনুভূতিতে, তোমাদের ভাবনায়
এ সব জলন্ত অঙ্গারের মত জেগে থাকে
এবং তোমরা পরিচালিত হও-

অহং আর পাথুরে বিশ্বাস বল
এই তোমাদের পরিচয়...

২১
আমার প্রিয় মানুষেরা,
আমি সবসময় নিজেকে বাহবা দেই

সত্যিই,
আমি একজন মহান কলাবিদ মানুষ-
নই কি?

২২

সবচেয়ে নির্মম সত্য...
আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ করব ...
বর্ণ, ধর্ম এবং সম্প্রদায়
এগুলো খুবই আদিম অস্ত্র
জনগণকে বিভক্ত এবং করে শাসন করতে।

২৩

আমি তোমাদের মত মানুষ নই
যদিও আমার চেহারা তোমার মত
যদিও আমি এক নারীর গর্ভে জন্মেছি
যদিও আমার শৈশব এবং যৌবনের বয়স ছিল
যদিও আমার মনে প্রেম জন্মেছিল
তবে বুঝেছি
ওসব ছিল নেহায়েত দরিদ্রের মত!

যা আমি দিনে দিনে কাটিয়ে উঠেছি...

২৪

এখন আমি অনুভব করি-
আমার শরীরে এক ভিন্ন জৈব গঠন আছে,
আমার শরীরে-নীল রক্ত প্রবাহিত হয়-
খুব ভিন্ন রাসায়নিক গঠন-
যা আমাকে তোমদের থেকে আলাদা করেছে...

২৫

আমি তোমাদের পিছনে নেই,
আমি তোমার পাশে নেই,
আমি কখনই তোমার সাথে নেই...
তোমরা সবসময় আমার সামনে-
আমার দাবার ছকের মধ্যে-
আমি চাই এবং চেয়েছি-
তোমরা মানুষ নড়াচড়া কর, কাঁদো, হাসো
যেমন আমার আঙুল নির্দেশ করে...

২৬

মাঝে মাঝে আমি শাসক,
মাঝে মাঝে রাজা
আমি রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতা
সামাজিক বা সম্প্রদায় - যাই হোক না কেন...

আমি ক্ষমতার খুঁটি ছাড়া আর কিছুই নই
মানুষের শরীর দখল করে
শুধু মানুষকে শাসন করতে...

২৭

চালাকি শব্দ আমি ভালোবাসি!
শান্তি, বিশ্বাস এসব ব্যভিচারি শব্দ!
আমি জানি তোমরা আমার কথাগুলো বিশ্বাস কর
হৃদয় দিয়ে...

তোমরাও নিজের সাথে কৌশলও কর
কিছু শব্দ দিয়ে
তোমরা শ্লোগানে বল

আমি শান্তির দূত
ভালোবাসার দূত

তোমাদের মন গলানো কথায়
আমি বুক টান করে থাকি

আমি জানি
এসব ব্যাভিচারী শব্দ...

২৮

আমি তোমাদের বিশ্বাস করি না

আমি বিশ্বাস করি
অবিশ্বাসও অস্ত্র মাত্র
ক্ষমতা মুষ্টিবদ্ধ রাখতে...

২৯

আমি তোমাদের ভয়ে থাকি
যদি তোমরা বিদ্রোহ করো...
যদি বন্দুকের ট্রিগার টানো..
আমাকে লক্ষ্য করে
আমি জানি
বন্দুকের ব্যারেল আমাকেও খাতির করবেনা

তাই ঘুমাতে পারি না
হাজার হাজার বন্দুকের নল
আমার দিকে গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুত...

এ কথা ভুলিনা...

৩০

আমি শিশুদের চিনি না
আমি নারীদের চিনি না
আমি জানি না
দয়া কি
বিবেচনা কি?

শক্তি সর্বদা শক্তি
এর তুলনা হয় না
ভালবাসা এবং শান্তির সাথে

শক্তি বেঁচে থাকে
ধ্বংসের মধ্য দিয়ে

তোমরা মনে কর শান্তি মানে কোন ধ্বংস নয়

আর আমি মনে করি
শান্তি মানেই নির্বিচারে হত্যা...

৩১

এসব অতীত থেকে জেনেছি
এখন আমি সচেতন ...

তোমরা, রক্তাক্ত নাগরিক
সর্বদা বিদ্রোহ করার চেষ্টা কর
এবং
আওয়াজ তোল আমার বিরুদ্ধে...

তবে এটা মাথায় রেখ,
সাম্রাজ্যবাদে...
কোন দয়া নেই-

৩২
আমি বিশ্বাস করি
বর্তমান ছাড়া কিছুই নেই
জীবনে
আর ক্ষমতা হলো
বর্তমান উপভোগ করার
একান্ত পাথেয়...

৩৩
আমি ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি না
তোমাদের জন্য রেখেছি ভবিষ্যৎ

প্রিয় মানুষ, তোমরা ভবিষ্যৎ উপভোগ করবে
সুখের ভবিষ্যৎ
এবং
তোমাদের জন্য স্বর্গীয় জীবন
উপাদের পানীয়, নারী যেমন ইচ্ছে
সাথে একটি অনন্ত জীবন পুরস্কৃত করা হবে।

আমি এটা দাবি করি না ...

সমস্ত ইচ্ছা এবং চাওয়া
সুখ এবং শারীরিক তাগিদ
আমার শরীরে থাক
আমার জীবন চক্রের চারপাশে...
আমার চলমান জীবনে...

৩৪

ওহ আমার মানুষ...

আমি আমার মূর্তি স্থাপন করেছি

ভেতরে বাইরে

যাতে তোমরা আমাকে স্মরণ করতে পার সব সময়।..

আমার মূর্তির দিকে তাকিয়ে গর্ববোধ করবে

তোমরা আমাকে ক্ষমতাবান করেছ

আর আমাকে নেতা হিসেবে পেয়ে তোমরা গর্বিত

আর আমি দেখে দেখে আনন্দ পাই
হে আমার জন্য
প্রিয় জনতা

৩৫
ওহ আমার প্রিয় মানুষেরা
আবার বলি শোন-
আমি চাই তোমরা আমার নাম মনে রাখো
তোমাদের হৃদয়ে,
দরজার ভিতরে ও বাইরে আমার মূর্তি
যাতে তোমরা আমাকে স্মরণ করতে পার
সব মুহূর্ত
বলতে পার আমার সাথে তোমরা আছ
আমিও বলব
আমি তোমাদের সাথে সবসময় আছি

আমি একটি অনন্ত জীবন চাই
তোমাদের মাঝে...

প্রাসাদের সামনে প্রজাগণ

১

হে নেতা.
আমরা আমাদের গভীর ভালবাসা দিয়ে আপনাকে
নির্বাচিত করেছি
আমাদের নেতৃত্ব দিতে
আমাদের রক্ষা করতে
এটা আমাদের অনুপ্রাণিত করে
আমরা সাধারণ মানুষ
আপনার সর্বোচ্চ দায়িত্বের নির্ধারক
আমরা আপনার সবচেয়ে বড় মিত্র

যে কাজটি আপনার সামনে রয়েছে
আমাদের জন্য
আমাদের ইচ্ছা এবং উদ্বেগ যা নিয়ে
তা পরবর্তী যুগ সম্পর্কে...
আমাদের উত্তরসূরীদের জন্য...

২

আমরা, জনগণ
আমরা একে অপরের থেকে আলাদা নই
আমরা একই আকাশের নিচে বসবাস করি
আমরা বাইরের দিকে আলাদা হতে পারি
ভেতরটা রক্তের রঙ লাল সবার
বর্ণ, দেশ নির্বিশেষে,
ভাষা,
এবং বিশ্বাস আপনার প্রতি

আমরা কীভাবে বাঁচি তা বেছে নিতে পারি
কিভাবে অন্যদের শান্তিতে বসবাস করতে দিতে পারি

আমরা মানব সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী
আপনি আমাদের ভাগ করতে পারবেন না
রাজনৈতিক সীমানা টেনে
বরং একে অপরকে সম্মান করতে পারি
তার জন্য নেতৃত্ব দিন...

৩
আপনার লোভ পরিতৃপ্ত করার মত সম্পদ
পৃথিবীতে নেই
তবে পৃথিবীতে আপনার নৈমিত্তিক চাহিদা মেটানোর
সম্পদ যথেষ্ট আছে
আপনি ভুলে গেছেন
আমরা জনগণই আপনার শক্তি
আমরাই গঠন করেছি এই পৃথিবী
এগিয়ে নিয়েছি সভ্যতা...

৪
আমরা জানি
আপনি সহিংসতার চক্র তৈরি করছেন,
মানবাধিকারের অপব্যবহার
এই গ্রহ জুড়ে দুর্দশা
শান্তির নামে
ধর্মের নামে
দেশ শাসনের নামে

কিন্তু আপনাকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি...
আমরা আপনাকে সেই ক্ষমতা দেইনি...

নির্বাচিত হলেই জনবান্ধব নেতাও
পরিণত হয় স্বৈর শাসকে...

৫

প্রকৃতির অংশ আমরা মানুষ
প্রভুর আশীর্বাদ প্রাপ্ত
যদিও আমরা অনেক দীনতার সম্মুখীন হই,
বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়
আমরা ঝড়, মহামারীর মুখোমুখি হই
আমরা বৃষ্টি উপভোগ করি
আমরা ঝড় উপভোগ করি-
তেমনি
প্রেম উপভোগ করি
ভালোবাসা উপভোগ করি
উপভোগ করি
বসন্ত, শ্রাবণ
এবং
এই পৃথিবীর হাজার হাজার
প্রজাতির প্রাণীকূল বৃক্ষ ও কীটপতংগ
আমরা সবাই প্রতিবেশি
আমরা জীবনের পতাকাতলে...

৬

আমরা এমন একজন নেতা আশা করি
যিনি সকল মানুষকে
নিজের বংশধর মনে করে
লালন-পালন করবেন
কিন্তু আপনি নিজেকে তা প্রমাণ করেন না
আপনি মানবদেহে বন্য জীবন যাপন করছেন...

৭

পৃথিবীকে ভাগ করার জন্য আপনি কে
আপনি যেমন মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন
আমরাও তেমনি
আপনি কার সম্পদ ছিনিয়ে নিচ্ছেন?

যা মানুষ এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকূলদের দেয়া হয়েছে
এবং
যারা মালিকানা দাবি করছেন ইতোপূর্বে
তারা কেউ কিছু নিতে পারেনি-

মানব ইতিহাস বহুবার এসব দেখেছে...
পৃথিবী
বর্তমানের জন্য
না কল্পিত অতীতের না ভবীষ্যতের...

৮

সবাই শান্তিতে করুক
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
প্রাণী উদ্ভিদ ও জীবনকূল নির্বিশেষে

উপভোগ করুক
এই প্রকৃতি এবং জীবন...

১১

আমরা বিশ্বাস করি
একসাথে, আমরা গৌরব অর্জন করতে পারি
অর্জন করতে পারি অগ্রগতি
সারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তির জন্য
ভ্রাতৃত্ব এবং ভালবাসা...

আমাদের নেতৃত্ব দিন
বিশ্বের অমানবিকতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ করে
অর্জন করতে শান্তি ও মানবতার জন্য
এক বৈশ্বিক গ্রাম...